যুগান্তর

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

রেলওয়ে স্কুলগুলোয় শিক্ষক সংকট

শিপন হাবীব

রেলওয়ের স্কুলগুলো দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এতে শিক্ষার্থীদের যে সমস্যা হচ্ছে তার প্রতিকার বিধানে কারও যেন আগ্রহই নেই। রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে আর লোকবল নিয়োগ নিয়ে অনেক সংকট : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সংকট : রেলওয়ে স্কুলগুলোয় শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্তাব্যক্তির প্রবল আগ্রহ কেলেংকারির জন্ম দেয়— ওইসব কেলেংকারি সংবাদপত্রের শিরোনামও হয়। কিন্তু স্কুলগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নে কেউই আগ্রহী নয়। রেলওয়ের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ ২৩২টি; এর মধ্যে ১২২টিই শূন্য। শিক্ষক স্বল্পতায় প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর জীবনে নেমে আসছে দুর্ভোগ। শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের দাবিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মানববন্ধন, সভা-মিছিল করলেও কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ। এ বিষয়ে রেলমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক মুজিব, রেলওয়ে সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও রেলওয়ে মহাপরিচালক তফাজ্জল হোসেন জানালেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে শূন্যপদে শিক্ষক নেয়াটা অতি জরুরি। বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগে আদালতে মামলা থাকায় নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু করা যাচ্ছে না বলে তারা জানান।

জানা যায়, রেলওয়ে স্কুলগুলোর উন্নয়ন, বেকারের চাকরি, ফাঁকা পদগুলো পূরণ এবং শিক্ষার অগ্রগতি— এসবই ছিল বর্তমান সরকারের রেলমন্ত্রীদের অঙ্গীকার। কিন্তু গত ৫ বছর ও বর্তমানের ২ মাস মহাজোট সরকারের অতিক্রমের পর জানা গেল, রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ১০ স্কুলে শূন্যপদে একজন শিক্ষকও নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

সৈয়দ আবুল হোসেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ওবায়দুল কাদের ও মোঃ মুজিবুল হক রেলমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান রেলমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এ নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের রেলমন্ত্রীসহ ৩ বার রেল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। তাদের কার্যকালে নতুন নিয়োগ দেয়া তো দূরের কথা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩০ জন শিক্ষকের চাকরি হচ্ছে না ৪ বছর ধরে।

সূত্র জানায়, রেলওয়ের ১০টি স্কুলে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এসব স্কুলগুলোর শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে তার কিছুই হচ্ছে না। এর নেতিবাচক প্রভাব প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় পড়েছে। শিক্ষা দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের আগের ৫ বছরে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়লেও রেলওয়েতে একটি স্কুলও বাড়েনি। স্কুল না বাড়ায়, শিক্ষক শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় কমেছে ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও।

রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের সিনিয়র ওয়েলফেয়ার কর্মকর্তা কামাল শেখ যুগান্তরকে জানান, এক সময় রেলওয়ে স্কুলগুলোর মান ছিল উন্নত। সেই ঐতিহ্য এখন আর নেই। শিক্ষক স্বল্পতায় দিন দিন শিক্ষার মান কমছে। পশ্চিমাঞ্চলে থাকা ৫টি স্কুলে শিক্ষকের ৩৪টি পদ অনেকদিন ধরে শূন্য। এর মধ্যে ২৪ পদ সহকারী প্রধান শিক্ষকের। শিক্ষক স্বল্পতায় পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অপরদিকে প্রতি বছর ৫-৬ জন করে শিক্ষক অবসরে যাচ্ছেন। ফলে দ্রুত কমছে শিক্ষকের সংখ্যা। অথচ নতুন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায়-আগামীতে শিক্ষক সংকট চরম আকার নেয়ার আশংকা। কারণ ১০টি স্কুলের মধ্যে ৭টিই চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে।

আখাউড়া রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রকিব আহম্মেদ খান খাদেম যুগান্তরকে জানান, তার স্কুলের শিক্ষকরা এক প্রকার চ্যালেঞ্জ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক থাকার কথা ২৯ জন, আছে মাত্র ১৭ জন। ২-৩ বছরে আরও ৪-৫ জন শিক্ষক অবসরে যাবেন। তারা গেলে যে শূন্যতা দেখা দেবে তা পূরণে দ্রুত নিয়োগদান অপরিহার্য। প্রতি বছর শিক্ষার্থী ভর্তি বাড়লেও পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় মানসম্পন্ন পাঠদান করা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড মানসিক চাপ নিয়েই পড়াতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেলওয়ে একজন কর্মকর্তা জানান, রেলওয়ের ১০টি স্কুল চলে রেলওয়ের নিজস্ব অর্থায়নে। শিক্ষকের বেতনসহ যাবতীয় খরচ রেলওয়ে থেকেই পরিশোধ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্কুলগুলো পরিচালনা করার কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ফলে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা-সংকট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে যেমন পড়ছে না, সমস্যার প্রতিকারে তেমন গাও করে না। রেলওয়ে, উচ্চপদে আসীন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েরা অভিজাত প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে। রেল কর্মচারীদের অভিযোগ— 'সেজন্যই স্যারেরা এ স্কুলগুলোর দুঃখ দূর করার গরজবোধ করেন না।'